অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের ছাড়াই ইবি প্রশাসনের ইফতার আয়োজন

ইবি সংবাদদাতা

প্রকাশিত: ০১:০৫, ৩ মার্চ ২০২৬

ছবি: জনকণ্ঠ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য ইফতার আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছে হল প্রশাসন। কিন্তু, এ আয়োজনে অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের কোনো ব্যবস্থা না রাখায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। একইসাথে, এমন অযৌক্তিক ও বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্তকে বাতিলের দাবি জানিয়েছে বিভিন্ন ক্রিয়াশীল ছাত্রসংগঠন।

জানা যায়, সোমবার (২ মার্চ) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভোস্ট কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি হলে ইফতার আয়োজনের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি দেয় হল প্রশাসন। বিজ্ঞপ্তিতে রমজান উপলক্ষ্যে আগামী ৮ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হলে আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য ইফতার আয়োজনের বিষয়ে জানানো হয়। এছাড়া ইফতার সংগ্রহের জন্য ৩ ও ৪ মার্চ অফিস সময়ে হল আইডি কার্ড দেখিয়ে টোকেন নিতে বলা হয়। তবে, অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের বাদ দেওয়ার ঘোষণায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করে সমালোচনার ঝড় তুলেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিয়াশীল বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের নেতৃবৃন্দও এমন অন্যায্য ও বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

এ ব্যাপারে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের যুগ্ম-সদস্য সচিব বাঁধন বিশ্বাস স্পর্শ বলেন, ‘প্রশাসনের একদিনের ইফতার আয়োজন থেকে অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করা চরম বৈষম্য। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। পাশাপাশি অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত ৮ তারিখের ইফতার আয়োজনে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রভোস্ট কাউন্সিলের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছি।’

এই সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে শাখা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নূর আলম বলেন, ‘ইবি প্রশাসনের এই বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্তকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে ইবি ছাত্র ইউনিয়ন। আপনারা শতভাগ আবাসিকতা নিশ্চিত করতে পারেননি এটা আপনাদের ব্যর্থতা। তাই বলে অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করবেন এটা হতে পারে না। আমরা চাই আপনারা অতিদ্রুত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করুন। নাহলে শিক্ষার্থীরা তাদের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবে।’

প্রশাসনের সিদ্ধান্তকে বৈষম্যমূলক আখ্যা দিয়ে শাখা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি রাশেদুল ইসলাম রাফি বলেন, ‘হল প্রশাসনের উদ্যোগটি প্রশংসনীয় হলেও অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের বাদ দেওয়া বৈষম্যমূলক। অনাবাসিক শিক্ষার্থীরাও হলের বিভিন্ন ফি পরিশোধ করেন। প্রশাসন বিষয়টি আন্তরিকভাবে পর্যালোচনা করে সকল শিক্ষার্থীর জন্য ইফতারের ব্যবস্থা করবে বলে আশা করি।’

প্রশাসনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক সাহেদ আহম্মেদ এক ফেসবুক পোস্টে বলেন, ‘রমজানে ইফতার করানো যেখানে সওয়াব ও মহৎ কাজ, সেখানে অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের বাদ দিয়ে আয়োজন করা স্পষ্ট বৈষম্য ও অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের পরিচায়ক। নিয়মিত হল ফি প্রদান করেও তারা ন্যায্য অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আমরা এসন অন্যায্য ও বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। অবিলম্বে অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করে সমতা-ন্যায় ও সহমর্মিতাভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছি।'

এ বিষয়ে প্রভোস্ট কাউন্সিলের সভাপতি অধ্যাপক ড. জালাল উদ্দীন বলেন, ‘এই আয়োজন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নয় বরং হল কেন্দ্রিক। তাই হলের প্রভোস্টদের নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের বিষয় তখনই আসে যখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ব্যবস্থা করেন। এখন যেহেতু হল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাই যারা হলে অবস্থান করছে তারাই এই সুবিধা পাবে।